

সূরা ৪০ : মু'মিন, মাক্কী

৴ - سورة غافر، مَكِّيَّة

(আয়াত ৮৫, রুকু ৯)

(آيَاتُهَا : ٨٥، رُكُوعَاتُهَا : ٩)

‘হা মীম’ দ্বারা যে সূরাসমূহ শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই মৌলিক গুণাবলী রয়েছে, আর حم সম্বলিত সূরাগুলি অথবা (বলেছেন) حَوَامِيم সম্বলিত সূরাগুলি হল কুরআনুল হাকীমের মৌলিক সূরা। (দুররুল মানসুর ৭/২৬৮) মিস‘আর ইবন কিদাম (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাগুলিকে عُرُوس বলা হত। عُرُوس বলা হয় নব বধূকে। (কুরতুবী ১৫/২৮৮) এসব কিছু বিখ্যাত ইমাম ও পণ্ডিত ব্যক্তি আবু উবাইদ আল কাসিম ইবন সাল্লাম (রহঃ) তার ‘ফাযায়িলুল কুরআন’ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮)

হুমাইদ ইবন জানযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কুরআনুল হাকীমের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে তার পরিবারবর্গের জন্য কোন একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হল। সে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে যেন সবেমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে মুগ্ধ মনে আরও একটু অগ্রসর হল এবং সবুজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান দেখতে পেল। সে প্রথমে সিন্ত ভূমি দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল, এরপর বাগানসমূহ দেখে সে আরও বেশি মুগ্ধ হল। তখন তাকে বলা হল : প্রথমটির দৃষ্টান্ত হল কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং ঐ বাগানগুলির দৃষ্টান্ত হল এমনই যেমন কুরআন কারীমে حم যুক্ত সূরাগুলি রয়েছে।

(বাগাবী ৪/৯০)

ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন : যখন আমি কুরআনুল কারীম পাঠ করতে করতে حم যুক্ত সূরাগুলির উপর পৌঁছি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি। (বাগাবী ৪/৯০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। হা- মীম।	১. حَم
২। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে -	২. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।	৩. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

সূরাসমূহের শুরুতে যে হরুফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তুমি যখন রাতে ঘুমাতে যাবে তখন 'হা মীম লা ইউনসারুন' পাঠ করবে। (আবু দাউদ ৩/৭৪, তিরমিযী ৫/৩২৯) মহান আল্লাহ বলেন :

এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুম মাজীদ **تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ, যিনি পবিত্র মর্যাদার অধিকারী, যাঁর কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার মধ্যে লুকায়িত থাকে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী। যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তাঁর থেকে বেপরোয়া হয় তাঁর সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও : নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শান্তি! তা অতি মর্মন্তদ শান্তি। (সূরা হিজর, ১৫ : ৪৯-৫০)

কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেগুলিতে রাহম ও কারমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, যাতে বান্দা ভয় ও আশা এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে। তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। তিনি বড়ই মর্যাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, সীমাহীন নি'আমাত ও করুণার আধার। বান্দাদের উপর তাঁর ইনআ'ম ও ইহসান এত বেশি রয়েছে যে, কেহ ওগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারেনা।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১৮)

তাঁর মত কেহই নেই। তাঁর একটি গুণও কারও মধ্যে নেই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি ছাড়া কেহ কারও পালনকর্তা হতে পারেনা। সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ঐ সময় তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী।

৪। শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে।

٤. مَا تُجَادِلُ فِيْ ءَايَاتِ اللَّهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقْلِيْبُهُمْ فِي الْبَلَدِ

৫। তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল

٥. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

<p>এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!</p>	<p>لِيَأْخُذُوهُ^ط وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ^ط فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ</p>
<p>৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হল তোমার রবের বাণী - এরা জাহান্নামী।</p>	<p>٦. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ</p>

কাফিরদের একটি চরিত্র এই যে, পরিণাম চিন্তা না করে আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে

إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ আল্লাহ তা'আলা বলেন :
সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং তাতে ক্ষত সৃষ্টি করা কাফিরদেরই কাজ। অতএব হে নাবী! এ লোকগুলি যদি ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তুমি যেন প্রতারিত না হও যে, এরা যদি আল্লাহর নিকট ভাল না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এই নি'আমাতগুলি কেন দিয়েছেন? যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

لَا يَغُرُّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ^ط
وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৬-১৯৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন : হে নাবী! লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি দুর্গ্গ্ধিত ও চিন্তিত হয়েনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তাদেরকেও তাদের কাওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

নূহ্ (আঃ), যিনি বানী আদমের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম মূর্তি/প্রতিমা পূজা শুরু হয় তখন ঐ লোকগুলো তাঁকেও অবিশ্বাস করে এবং তাঁর পরেও যত নাবী এসেছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের উম্মাতরা অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনকি সবাই নিজ নিজ যামানার নাবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তা করেও ফেলে এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ আমি ঐ বাতিল পন্থীদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করলাম। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। এরপর প্রবল প্রতাপাবিত আল্লাহ বলেন :

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ যেমনভাবে তাদের উপর তাদের জঘন্য আমলের কারণে আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তেমনিভাবে এই উম্মাতের মধ্যে যারা এই শেষ নাবীকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের উপরও এরূপই শাস্তি আপতিত হবে। যদিও তারা পূর্ববর্তী নাবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নাবীর নাবুওয়াতকে স্বীকার না করবে, পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৭। যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুঃপার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে : হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

۷. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সম্বান-সম্বত্তির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

۸. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৯। এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করুন, সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন তাকেতো

۹. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

অনুগ্রহই করবেন, এটাইতো
মহাসাফল্য।

وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আরশ ধারণকারী মালাইকা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য দু'আ করেন

আরশ বহনকারী মালাইকা/ফেরেশতা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত সম্মানিত মালাইকা এক দিকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং অপর দিকে তিনিই যে সমস্ত গুণ ও প্রশংসার যোগ্য তা মেনে নিয়ে তাঁর গুণগান করেন। মোট কথা, যা আল্লাহর মধ্যে নেই বলে অন্যেরা মনে করে তা হতে তারা তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত বলেন এবং যা তাঁর মধ্যে রয়েছে তা তারা সাব্যস্ত করেন। তারা তাঁর উপর ঈমান বা বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা ও অপারগতা প্রকাশ করেন।

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا যমীনবাসী সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহকে না দেখেই পৃথিবীবাসীর তাঁর উপর ঈমান ছিল বলে তিনি তাদের অবগতি ছাড়াই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন। সুতরাং যখন কোন বান্দা তার মু'মিন ভাইয়ের অজ্ঞাতে দু'আ করে তখন তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে : যখন কোন মুসলিম তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাইকা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন : আল্লাহ তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি তোমার ঐ মু'মিন ভাইয়ের জন্য চাচ্ছ। (মুসলিম ৪/২০৯৪)

সাহর ইব্ন হাওশাব (রহঃ) বলেন : আরশ বহনকারী মালাইকার সংখ্যা হল আট জন। তাদের চার জন আল্লাহর কাছে বলেন : হে আল্লাহ! সমস্ত মহিমা ও প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি মহান, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল। অপর চার জন বলেন : হে আল্লাহ! তুমি মহান এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমা প্রদর্শনকারী। মু'মিন বান্দা যখন তার মু'মিন ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন তারা বলে :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا হে আমাদের রাব্ব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার দয়া তাদের পাপের উপর প্রভাব বিস্তার করুক এবং তাদের উত্তম কথা ও আমল তোমার জ্ঞানে থাকুক।

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর। অর্থাৎ যারা অন্যায় অপরাধ করেছে তারা যদি তোমার কাছে তাওবাহ করে, অপরাধ স্বীকার করে এবং তাদের অনুসৃত বিপথ থেকে ফিরে এসে তোমার পথে ধাবিত হয় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে উত্তম আমল করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে রাখ, যে আযাব হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন এবং সহ্য করার বাইরে। তারা আরও বলেন :

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ رَبَّنَا وَذُرِّيَّاتِهِمْ হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। অর্থাৎ তাদের সবাইকে পরস্পর প্রতিবেশী রূপে জান্নাতে দাখিল কর যাতে তারা যখন খুশি একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ এবং চোখের শীতলতা লাভ করতে পারে। অন্যত্র যেমন তিনি বলেন :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ : ২১) অর্থাৎ তাদের সবাইকেই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান করব, যাতে উভয় পক্ষের সাক্ষাতে সবাই আনন্দ লাভ করে। আর আমি এটা করবনা যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মর্যাদা কমিয়ে দিব, বরং যাদের মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিব এবং এটা তাদের উপর আমার দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

সাস্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে : আমার মাতা-পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? উত্তর দেয়া হবে : তাদের সাওয়াব এত ছিলনা যে, তারা তোমার আমলের

অনুরূপ মর্যাদায় পৌছতে পারে। সে বলবে : আমি তো আমার জন্য এবং তাদের সবারই জন্য আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তার মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
 هِ ه আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাবারী ২১/৩৫৭)

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির (রহঃ) বলেন : আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক হলেন তাঁর মালাইকা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন : رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ। তিনি আরও বলেন : আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বৈদমান ও বিশ্বাসঘাতক হল শাইতান। (কুরতুবী ১৫/২৯৫)

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি এমন বিজয়ী যাঁর উপর কেহ বিজয় লাভ করতে পারেনা এবং যাঁকে কেহ বাধা দিতে পারেনা। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি স্বীয় কথায়, কাজে এবং শারীয়াতে ও তাকদীরে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং মালাইকা/ফেরেশতারা প্রার্থনায় আরও বলেন :

وَقَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ
 মু'মিনদেরকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তার প্রতি তো তুমি অনুগ্রহই করবে। আর এটাই তো মহা সাফল্য।

১০। কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে
 বলা হবে : তোমাদের
 নিজেদের প্রতি তোমাদের
 ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর

۱۰. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُنَادُونَ لَمَقَّتْ لَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ

<p>অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।</p>	<p>مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ</p>
<p>১১। তারা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুই বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি?</p>	<p>১১. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ</p>
<p>১২। তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।</p>	<p>১২. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ^ط وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَّعَبْتُمْ^ع فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ</p>
<p>১৩। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্ক। আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।</p>	<p>১৩. هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ</p>

১৪। সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে।

۱۴. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কাফিরদের মনস্তাপ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন তারা আগুনের গভীর কূপে থাকবে এবং আল্লাহর আযাব পেতে থাকবে এবং যেসব শাস্তি সহ্য করা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, তখন তারা নিজেদেরকে জঘন্য থেকে জঘন্যতর ধিক্কার দিতে থাকবে। কেননা নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। ঐ সময় মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলবেন : আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা দুনিয়ায় তোমাদের উপর আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ
তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : দুনিয়ায় যে লোকদেরকে ঈমানের দা'ওয়াত দেয়ার পরও কুফরী পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থার চেয়েও আরও বেশি ঘৃণা করেন যখন কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া শাস্তি অবলোকন করে নিজেদের কৃত আমলের কথা স্মরণ করে তারা নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (তাবারী ২১/৩৫৯) হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যার ইব্ন উবাইদুল্লাহ আল হামাদানী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর আত তাবারীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষন করতেন। (তাবারী ২১/৩৫৮, ৩৫৯) তারা বলবে :

رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আশ শাউরী (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের

আয়াতটিরই অনুরূপ :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮)

ইবন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবু মালিকেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ছিল। (তাবারী ২১/৩৬০) নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে সঠিক মতামত। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামাত দিবসে যখন কাফিরদেরকে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা তাঁর কাছে তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য আবেদন করতে থাকবে যাতে উত্তম আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২)

কিন্তু তাদের এ আকাংখা পূরণ করা হবেনা। অতঃপর যখন তারা জাহান্নাম এবং ওর আগুন দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের পাশে পৌঁছে দেয়া হবে তখন দ্বিতীয়বার তারা ঐ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশি কাকুতি মিনতি করতে থাকবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِبَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে : হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তাই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭-২৮)

এর পরে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ওর আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে, লোহার আঁটা দিয়ে তাদের দেহকে ওলট-পালট করা হবে, শিকল দ্বারা বেধে ফেলা হবে। যখন তাদের আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরও জোর ভাষায় তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে সৎ আমল করার সুযোগ দানের জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকবে। ঐ সময় তারা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে বলবে :

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أُولَٰئِكَ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিকৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আন্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭) তারা আরও বলবে :

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ أَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৭-১০৮)

এই আয়াতে ঐ লোকগুলো নিজেদের আবেদনের পূর্বে একটি মুকদ্দমা কায়ম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দিয়ে বলবে :

رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ তারা মৃত ছিল, তিনি তাদেরকে জীবন দান করেছিলেন। তারপর আবার তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন এবং পুনরায় জীবন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাই তারা বলে : হে আমাদের রাক্ব! আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি ও সীমা লংঘন করেছি।

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা ভাল কাজ করব এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের পুনরাবৃত্তি করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হব। জবাবে তাদেরকে বলা হবে :

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا এখন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কেননা দুনিয়ায় যদি তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা করতে তাই করবে। তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছ। এবারও তোমরা সত্যকে কবুল করবেনা, বরং বিপরীতই করবে। তোমাদের অবস্থাতো এই ছিল যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তাই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৮)

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ সুতরাং প্রকৃত হাকিম যার হুকুমে কোন প্রকারের যুল্ম নেই, বরং যার ফাইসালায় ন্যায় ও ইনসাফই

রয়েছে তিনিই আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যার উপর ইচ্ছা তিনি রাহমাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর ফাইসালা ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। ঐ আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই।

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا তিনি আকাশ হতে রুখী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন আণের এবং নানা আকারের ফল-ফুল উৎপন্ন হয়ে থাকে। পানি এবং যমীন এক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ সত্য কথাতো এই যে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্তা ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে যে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

যখন যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায়ই মু'মিনদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন :

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা পছন্দ করেনা। অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকতে হবে খাঁটি অন্তরে কারও সাথে অংশী না করে। তোমরা মূর্তি পূজকদের মত মনে অবিশ্বাস পোষণ করনা এবং তাদের আচার আচরণ অবলম্বন করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি প্রতি সালাতের শেষে পাঠ করতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কোন ভাল কাজ সম্পাদন এবং কোন মন্দ কাজ পরিহার করার সামর্থ্য কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত আমরা আর কারও ইবাদাত করিনা। যা কিছু ভাল তা সবই তাঁরই পক্ষ থেকে এবং সমস্ত সুন্দর ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। তিনি বলতেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত শেষে এই দু'আটি পাঠ করতেন। (আহমাদ ৪/৪, মুসলিম ১/৪১৬, আবু দাউদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৮, ৭৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফারয সালাতের সালামের পরে নিম্নের তাসবীহ পাঠ করতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করি। নি'আমাত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাঁকেই ডাকি, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে। (মুসলিম ১/৪১৫)

১৫। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার
অধিকারী, আরশের

১০. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

<p>অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে -</p>	<p>يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ</p>
<p>১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।</p>	<p>١٦. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ</p>
<p>১৭। এদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; কারও প্রতি যুলুম করা হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।</p>	<p>١٧. الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ</p>

কিয়ামাত দিবসে সাক্ষাতের কঠিন সময় উল্লেখ করে

অহী প্রেরণ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছেন এবং নিজের আরশের বড়ত্ব ও প্রশস্ততার বিবরণ দিচ্ছেন যা সমস্ত মাখলুককে ছাদের মত আচ্ছাদন করে রয়েছে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

মালাইকা/ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৩-৪) এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হল সাত আসমান ও যমীন হতে আরশ পর্যন্ত স্থানের। যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের উক্তি যা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গতই বটে। সেই অনুযায়ী সাত আসমান ও আরশের দূরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

একাধিক তাফসীরকারক হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি-মাণিক্য দ্বারা নির্মিত। এর দু'টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের সমান। আর এর উচ্চতা হল সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُ يَنْزِلُ السَّمَاءَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُ يَنْزِلُ السَّمَاءَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُ يَنْزِلُ السَّمَاءَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُ يَنْزِلُ السَّمَاءَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّهُ يَنْزِلُ السَّمَاءَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল, ১৬ : ২) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَأَنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাক্ষ হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯২-১৯৪) এ জন্যই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানে বলেন :

يُنَذِرُ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ

স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। (তাবারী ২১/৩৬৪) ইহা হল ঐ দিন যে দিন প্রত্যেকে তার আমলনামা দেখতে পাবে, তা ভাল হোক অথবা খারাপ হোক। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

سَيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কিছুই তারা গোপন রাখতে পারবেনা। কোথাও তারা আশ্রয়ও পাবেনা। এমন কি কোন ছায়ার স্থানও থাকবেনা। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? সেই দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? সুতরাং নিজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন : আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব হল এক, পরাক্রমশালী আল্লাহর। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় ডান হাতে রাখবেন এবং বলবেন : (আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৭০৫১, তাবারী ২১/৩২৭)

শিক্ষায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং ঐ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জীবিত থাকবেনা। ঐ সময় তিনি তিনবার বলবেন :

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
আজ রাজত্ব কার? অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেন : আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই। অর্থাৎ আজ ঐ আল্লাহর কর্তৃত্ব যিনি এক, সর্ববিজয়ী এবং যার হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য।

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবেনা। অর্থাৎ আজ আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেননা। এমন কি সাওয়াবগুলি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর পাপরাশি ঠিকই রেখে দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশি করা হবেনা। আবু যার

(রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুল্মকে হারাম করে নিয়েছি (অর্থাৎ আমি বান্দার উপর যুল্ম করাকে নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি)। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন কারও উপর যুল্ম না করে। শেষের দিকে রয়েছে : হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখছি (অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলির উপর পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলির পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকেই ভৎসনা করে (কেননা ওটা তার নিজেরই কৃতকর্মের ফল)। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) অতঃপর মহান আল্লাহ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেন :

نِشْئِيْهِ اٰلِلّٰہِ سَرِیْعُ الْحِسَابِ
সৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তাঁর কাছে একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ। যেমন তিনি বলেন :

مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮) মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمَحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০)

১৮। তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।

۱۸. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ
الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ
كَظْمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

<p>১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত।</p>	<p>১৯. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ</p>
<p>২০। আল্লাহ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।</p>	<p>২০. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ</p>

কিয়ামাত দিবসে বিচারের

সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

الْأَزْفَةُ কিয়ামাতের একটি নাম। কেননা কিয়ামাত খুবই নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

أُزِفَتِ الْأَزْفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৭-৫৮) মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ : ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন। (সূরা আশিয়া, ২১ : ১) অন্যত্র তিনি বলেন :

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১) অন্য এক জায়গায় বলেন :

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল স্নান হয়ে যাবে। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ২৭) মোট কথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কিয়ামাতের নাম **زُلْفَةٌ** হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হবে। সুতরাং তা বেরও হবেনা এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবেনা। (তাবারী ২১/৩৬৮) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। ‘কাযিমীন’ অর্থ নিশ্চুপ বা নীরব। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সেখানে কেহকেই কথা বলতে দেয়া হবেনা। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَأِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রুহ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৩৮) ইবন্ যুরাইজ (রহঃ) বলেন : ‘কাযিমীন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করা। (দুরররুল মানসুর ৭/২৮১)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। অর্থাৎ যারা দুনিয়ায় বসবাসকালে ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন এগিয়ে আসবেনা। তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও থাকবেনা এবং যা কিছু ভাল (আমল) রয়েছে তার সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিল্ন করে দেয়া হবে।

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়,

প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তাঁর কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তাঁকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, কোন এক সময় সে তাঁর থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে দেখছেন। তাঁর জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাঁকে স্মরণ রাখা উচিত এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত। তিনি তাঁর বান্দার চোখের অপরাধ ভাল করেই জানেন, যদিও ঐ চোখ দেখতে নিস্পাপ মনে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে হয়তো কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে হয়তো ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে। তখন ঐ লোকটি আড়াল হতে ঐ মহিলাটির দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেহ দেখতে পায়না। তার দিকে যখনই কারও দৃষ্টি পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন সুযোগ পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত। অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে মহিলাটির গুপ্তাঙ্গও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা'আলার অজানা নয়।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ এর অর্থ হল চোখমারা, ইশারা করা এবং মানুষের কাছে বলা : 'আমি দেখেছি' অথচ সে দেখেনি এবং তার বলা : 'আমি দেখিনি' অথচ সে দেখেছে। (কুরতুবী ১৫/৩০৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা আল্লাহ তা'আলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুকায়িত খেয়াল যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তাহলে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে বিরত থাকবে কি থাকবেনা এটাও তিনি জানেন। (তাবারী ২১/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৩৭০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তুমি যদি সুযোগ পাও তাহলে তুমি কোন মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে কিনা। (তাবারী ২১/৩৬৯) সুদী (রহঃ) বলেন যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার করেন। আল আমাশ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে : সাওয়াবের বিনিময়ে পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম। (তাবারী ২১/৩৬৯)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ মূর্তি/প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম। অর্থাৎ তারা কোন কিছুই মালিক নয় এবং তাদের হুকুমাত নেই, সুতরাং তারা বিচার ফাইসালা করবেই বা কি?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সৃষ্টজীবের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা দেখেন। যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও তাঁর পুরাপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে।

২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর।

۲۱. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ

<p>অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শান্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শান্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেহ ছিলনা।</p>	<p>أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ</p>
<p>২২। এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ এলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শান্তি দিলেন। তিনিতো শক্তিশালী, শান্তি দানে কঠোর।</p>	<p>۲۲. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>

কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শান্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ** হে নাবী! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারী কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারাতো এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর।

وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ তাদের ঘর-বাড়ী এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এদের চেয়ে তারা বয়সও বেশি পেয়েছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৬)

وَأَنذَرُوا آلَ الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

তারা জমি চাষ করত, তারা (পূর্ববর্তীরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। (সূরা রুম, ৩০ : ৯)

যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হল তখন না কেহ তাদের হতে আযাব সরাতে পারলো, না কারও মধ্যে ঐ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, আর না তাদের বাঁচার কোন উপায় বের হল। তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার বড় কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে।

فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অন্যান্য কান্দারদের জন্য এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন।

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং শাস্তিদানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব আযাব হতে পরিত্রাণ দান করুন!

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম -	<p>۲۳. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ</p>
২৪। ফির'আউন, হামান ও কারুণের নিকট; কিন্তু তারা বলেছিল : এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।	<p>۲۴. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقُرُوتٍ فَقَالُوا سَحِرٌ كَذَّابٌ</p>
২৫। অতঃপর যখন মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হল তখন তারা বলল : মূসার উপর যারা ঈমান	<p>۲۵. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ</p>

<p>এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং নারীদেরকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।</p>	<p>الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ</p>
<p>২৬। ফির'আউন বলল : আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।</p>	<p>۲۶. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ</p>
<p>২৭। মূসা বলল : যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হচ্ছি।</p>	<p>۲۷. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ</p>

মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তাঁরাই জয়যুক্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সময়ের কাফিরদের উপর বিজয়ী হবেন। সুতরাং তাঁর চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই। যেমন মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) ঘটনা তাঁর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফির'আউনের নিকট, যে ছিল

মিসরের সম্রাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী এবং বণিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কারুনের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ হতভাগারা এই মহান রাসূল মুসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করে এবং তাঁকে ঘণার চোখে দেখে।

فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ তারা পরিস্কারভাবে বলে : এ ব্যক্তি যাদুকর মোহাচ্ছন্ন/বিভ্রান্ত এবং চরম মিথ্যাবাদী। এই উত্তরই তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণও পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْتَنُونَ.
أَتَوَصَّوهُمْ بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে : তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্তব্যই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫২-৫৩) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ আমার রাসূল মুসা যখন আমার নিকট হতে সত্যসহ তাদের নিকট হাযির হল তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে শুরু করল। ফির'আউন হুকুম জারী করল : এই রাসূলের উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখ। এটি ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বার আদেশ দান। এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। কেননা তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো মুসার (আঃ) জন্ম হবে, অথবা হয়তো এ জন্য যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে তারা যেন দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার সামনে ছিল। এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল এটাই যে, যেন বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। আর তারা যেন লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের মনে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হল মুসা (আঃ)। যেহেতু তারা মুসাকে (আঃ) বলেও ছিল :

আপনি আসার পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার

আগমনের পরেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন :

أَوَذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ
يُهْلِكَ عَذُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল : আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছে। সে (মূসা) বলল : সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বারের হুকুম। (তাবারী ২১/৩৭৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ ফির'আউন যে চক্রান্ত করেছিল যে, বানী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। অতঃপর ফির'আউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে মূসাকে (আঃ) হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কাওমকে বলে :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ
دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন পরোয়া করিনা। আমি আশংকা করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। মূসা (আঃ) যখন ফির'আউনের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন :

إِنِّي عُدْتُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, ঐ সব উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও (হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তির) তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে : আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাওম হতে ভীত হতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ

হে আল্লাহ! আমরা তাদের (শত্রুদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনাকে তাদের মুকাবিলায় (দাঁড়) করছি। (নাসাঈ ৫/১৮৮)

২৮। ফির'আউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, বলল : তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে : আমার রাব্ব আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপত্তিত হবেই। নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেননা।

۲۸. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

২৯। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফির'আউন বলল : আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই

۲۹. يَنْقَوْمَ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ

বলছি। আমি তোমাদেরকে
শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি।

فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ
وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

ফির'আউনের পরিবারের একজন মুসলিম মূসাকে (আঃ) সমর্থন করেছিলেন

প্রসিদ্ধ কথাতো এটাই যে, এই মু'মিন লোকটি কিবতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফির'আউনের বংশধর। এমনকি সুদী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন ফির'আউনের চাচাতো ভাই। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৭৫)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ফির'আউনের বংশের মধ্যে একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি। আর একজন যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন ফির'আউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন :

يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ

হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২০) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৩০৬)

এই মু'মিন লোকটি নিজের ঈমান আনার কথা গোপন রেখেছিলেন। ফির'আউন যেদিন বলেছিল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব' সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে। (তিরমিযী ৬/৩৯০) আর ফির'আউনের সামনে এর চেয়ে বড় ও সত্য কথা আর কিছুই ছিলনা। সুতরাং এ লোকটি বড় উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ ছিলেন, যার সাথে কারও তুলনা করা যায়না। তিনি ফির'আউনকে বলেছিলেন :

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

করবে যে, সে বলে : আমার রাব্ব আল্লাহ। সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়াযাতে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম এই যে, উরওয়াহ

ইব্ন যুবাইর (রাঃ) একদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : আচ্ছা, বলুন তো! মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন : তাহলে শোন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় উকবা ইব্ন আবি মুঈত এসে তাঁর ঘাড় ধরে ফেললো এবং তার চাদরখানা তাঁর গলায় বেঁধে টানতে শুরু করল। ফলে তাঁর গলায় ফাঁস লেগে গেল এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তৎক্ষণাৎ আবু বাকর (রাঃ) দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন :

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, 'আমার রাব্ব আল্লাহ' এবং যিনি তোমাদের রবের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৬) ঐ মু'মিন লোকটিও এ কথাই বলেছিলেন :

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে : 'আমার রাব্ব আল্লাহ' অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছেন? তিনি তাদেরকে আরও বলেছিলেন :

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي

يَعِدُكُمْ যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে'ই দায়ী হবে, আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। সুতরাং বিবেক সম্মত কথা এটাই যে, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। যারা তাঁর অনুসারী হতে চায় তাদেরকে তাঁর অনুসারী হতে দাও এবং তোমরা তাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করনা। মূসাও (আঃ) ফির'আউন এবং তার লোকদের নিকট হতে এটাই কামনা করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ

مُبِينٍ. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَزْحُمُون. وَإِن لَّمْ تَوْمِنُوا لِي فَاَعْتَرِلُونِ

এদের পূর্বে আমি তো ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল। সে বলল : আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক। (সূরা দুখান, ৪৪ : ১৭-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় কাওম কুরাইশকে এ কথাই বলেছিলেন : আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আমাকে ডাকতে দাও। তোমরা আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

বল : আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ২৩) হৃদয়বিয়ার সন্ধিও প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর কাওমকে আরও বললেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকেনা। তাদের কথা ও কাজ শীঘ্রই তাদের খিয়ানাতকে প্রকাশ করে দিবে। পক্ষান্তরে এই নাবী বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সরল, সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে সত্যশ্রয়ী। যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে তাঁর মধ্যে কখনও এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতনা। অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন :

يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ

কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী হিসাবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَاسِ اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا (আঃ) প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, ঐ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা।

ঐ ব্যক্তি, রাজ্য শাসনে যার অধিক যোগ্যতা ছিল, তার এ কথায় ফির'আউন কোন জ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে পারলনা। সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে তার লোকদেরকে ফির'আউন বলল :

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى (আমিতো তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছি। আমি যা বুঝেছি তা'ই তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি যা তোমাদের এবং আমার জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার মিথ্যা কথন। সে ভালভাবেই জানত যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর বাণী বাহক রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন :

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ : ১৪)

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى (অনুরূপভাবে তার 'আমি যা বুঝি, তা'ই তোমাদেরকে

বলছি' এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে প্রতারিত করেছিল এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। 'আমি সরল মনে তোমাদেরকে সঠিক পথে আহ্বান করছি' এ কথা বলাও ছিল ফির'আউনের প্রতারণা। আসলে ফির'আউনের কাওম তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা মেনে নিয়েছিল। ফির'আউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনেনি। তার কাজ সঠিকই ছিলনা। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির'আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা। (সূরা হুদ, ১১ : ৯৭)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি। (সূরা তা হা, ২০ : ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে নেতা তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছরের পথের ব্যবধান হতেও পাওয়া যাবে। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩৬) সঠিক পথে পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

৩০। মু'মিন ব্যক্তিটি বলল :
হে আমার সম্প্রদায়! আমি
তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী
সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির
দিনের অনুরূপ দুর্দিনের
আশংকা করি -

۳۰. وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَتَقَوَّمِ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ
الْأَحْزَابِ

৩১। যেমন ঘটেছিল নূহের
কাওম, আদ, ছামূদ এবং
তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে।
আল্লাহতো বান্দাদের প্রতি
কোন যুল্ম করতে চাননা।

۳۱. مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

<p>৩২। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামাত দিবসের -</p>	<p>۳۲. وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ</p>
<p>৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে, আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।</p>	<p>۳۳. يَوْمَ تُولُون مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ</p>
<p>৩৪। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে : অতঃপর আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে।</p>	<p>۳۴. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِِفٌ مُّرْتَابٍ</p>
<p>৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং</p>	<p>۳۵. الَّذِينَ تَجِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بَغْيٍ سُلْطَنٍ أَتَتْهُمْ</p>

মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয়
ঘৃণাহ। এভাবে আল্লাহ
প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী
ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে
দেন।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

ফির'আউনের পরিবারভুক্ত ঐ মু'মিন লোকটির নাসীহাতের শেখাংশের বর্ণনা
দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করে আরও বলেন :

يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ হে আমার কাওম! যদি
তোমরা আল্লাহর এই রাসূলকে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির
থাক তাহলে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কাওমের মত
তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। নূহের (আঃ) সম্প্রদায়, 'আদ
সম্প্রদায় এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাসূলদেরকে না মানার
কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাব পতিত হয়েছিল! এমন কেহ ছিলনা যে,
তাদেরকে ঐ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে।

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ এতে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুল্ম
ছিলনা। তাঁর মহান সত্তা বান্দাদের উপর যুল্ম করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।
তাই নাবীর প্রতি ঈমান না আনার ফলে শাস্তি স্বরূপ ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই
কৃতকর্মের ফল।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামাত দিবসের
শাস্তিকে ভয় করি যে দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

سَيَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে।

كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা
কিয়ামাহ, ৭৫ : ১১-১২) এবং তাদেরকে বলা হবে :

أَجْزَأَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

অবস্থান স্থল এটাই। সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেহই নেই। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ইতোপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নাবী হিসাবে আগমন করেছিলেন। তিনিই মূসার (আঃ) পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উম্মাতকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাওম তাঁর কথা মানেনি। তবে পার্থিব শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল বলে পার্থিব দিক দিয়ে তাদেরকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেই হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا তোমরা বলেছিলে : তার পরে আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ।

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। অর্থাৎ তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এ অবস্থা এমন সবারই হয়ে থাকে যারা সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়, যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ তখন মু'মিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষত্ব থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভালকে ভাল বলে বুঝতে পারে, আর না মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। ফলে সত্যকে অনুসরণ করার সৌভাগ্য তাদের হয়না। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, جَبَّار হল ঐ ব্যক্তি যে দু'জন লোককে হত্যা করে। আবু ইমরান জাওনী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)

বলেন যে, যে অন্যায়ভাবে কেহকেও হত্যা করে সেই হল جَبَّار। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

<p>৩৬। ফির'আউন বলল : হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন -</p>	<p>۳۶. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ</p>
<p>৩৭। আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা'বুদকে; তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফির'আউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে।</p>	<p>۳۷. أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ</p>

মূসার (আঃ) রাব্বকে ফির'আউনের উপহাস

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, সে তার উযীর হামানকে বলল : হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। ইট ও চূর্ণ মিশ্রিত করে পাকা ও খুবই উচ্চ অটালিকা নির্মাণ কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَأَوْقَدَ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا

হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৩৮) ফির'আউন বলল :

আমি এ প্রাসাদ এ জন্যই নির্মাণ করাতে চাচ্ছি যাতে আমি আসমানের দরযা এবং ওর আসার পথ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। অতঃপর যেন আমি মূসার (আঃ) মা'বুদকে দেখতে পাই। তবে আমি জানি যে, মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী। সে যে বলছে, আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা কথা।

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ আসলে ফির'আউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসার (আঃ) মিথ্যা দাবী প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, মূসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ফির'আউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল।

<p>৩৮। মু'মিন ব্যক্তিটি বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।</p>	<p>۳۸. وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَتَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ</p>
<p>৩৯। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।</p>	<p>۳۹. يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هِذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ</p>
<p>৪০। কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ</p>	<p>۴۰. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى</p>

শান্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ফির'আউনের পরিবারের মুসলিম ব্যক্তিটি আরও যা বললেন

পূর্ববর্ণিত মু'মিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত, আত্মস্তুরী ও অহংকারী লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরও বললেন :

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চল। আমি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দিব। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর এ উক্তিতে ফির'আউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী ছিলেননা। ফির'আউনতো স্বীয় কাওমকে প্রতারিত করেছিল, আর এ মু'মিন লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন।

অতঃপর ঐ মু'মিন তাঁর কাওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন :

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শান্তি কিংবা দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী।

يَا قَوْمِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا কাজের অনুরূপ শান্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হওয়া অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেয়া হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সৎ পথে পরিচালনাকারী।

<p>৪১। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান করছ জাহান্নামের দিকে।</p>	<p>٤١. وَيَقَوْمٍ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ</p>
<p>৪২। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।</p>	<p>٤٢. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ</p>
<p>৪৩। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছ এমন এক জনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকট এবং সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।</p>	<p>٤٣. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ</p>
<p>৪৪। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর অপর্ণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।</p>	<p>٤٤. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ</p>

<p>৪৫। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফির'আউন সম্প্রদায়কে।</p>	<p>٤٥. فَوَقَّهٖ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ</p>
<p>৪৬। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে : ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে।</p>	<p>٤٦. ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا۟ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ</p>

মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য এবং উভয় দলের গন্তব্য স্থল

ফির'আউনের কাওমের মু'মিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে আরও বলেন :

وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونِي لَأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসূলের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করার দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ কুফরী ও শিরকের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখতো যে, তোমাদের ও আমার দা'ওয়াতের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে! আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয়্যাত ও মর্যাদার অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদসত্ত্বেও তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবাহ কবুল করেন যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

لَا جَرَمَ لَكُمْ أَنْ تَدْعُونِي إِلَيْهِ তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে। সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) لَا جَرَمَ (লা জারামা) এর অর্থ করেছেন সত্যিকারভাবে। যাহহাক (রহঃ) বলেছেন : যা অসত্য নয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন : তোমরা তো আমাকে আহ্বান করছ ঐ মূর্তি ও মিথ্যা মাবুদের দিকে। لَا جَرَمَ এর অর্থ হল হক ও সত্যতা। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেকোনো তোমরা আমাকে আহ্বান করছ অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতের দিকে, ওগুলো এমনই যে, ওদের দীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য নেই। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তাদের দেব-দেবীদের মালিকানায়/অধিকারে কোন কিছুই নেই। (তাবারী ২১/৩৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে মুশরিকরা যাদের পূজা করে তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে, তারা কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করে। সুদী (রহঃ) বলেন : তাদেরকে যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোন ক্ষমতা তাদের দেব-দেবীর নেই, তা ইহকালেই হোক অথবা পরকালেই হোক। এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫-৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৪)

وَأَنَّ مُرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ মু'মিন লোকটি বললেন : আমাদের প্রত্যাবর্তনতো

আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন। এ জন্যই তিনি বলেন :

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। মু'মিন লোকটি তাদেরকে আরও বললেন :

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। তখন তোমরা হা-হুতাশ ও আফসোস করবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা হবে। আমি তো আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তাঁরই উপর। আমি আমার প্রতিটি কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে আমি এখন সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। যারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ এবং তাঁর সমস্ত কৌশল কল্যাণময়।

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا আল্লাহ তা'আলা মু'মিন লোকটিকে ফির'আউন ও তার কাওমের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন। দুনিয়ায়ও তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা পেয়ে জান্নাত প্রাপ্ত হবেন।

কাবরের শাস্তির প্রমাণ

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ বাকী সবাই নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হল। অর্থাৎ ফির'আউন তার কাওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। এতো হল দুনিয়ার শাস্তি। আর আখিরাতেতো তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছেই।

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলোকে দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবে : হে ফির'আউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও।

আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলবেন :

أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিষ্ক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে ।

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে । এ আয়াতটি আহলে সূনাতের এই কথার উপর বড় দলীল যে, কাবরে শাস্তি হয়ে থাকে । তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন কোন হাদীসে এমন কতকগুলি বিষয় এসেছে যেগুলি দ্বারা জানা যায় যে, বারযাখের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত হয়েছিলেন মাদীনায হিজরাতের পর । আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মাক্কায় । তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের আত্মাগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয় ।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহুদী তাঁর খিদমাতে নিয়োজিতা ছিল । আয়িশা (রাঃ) তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলেই সে বলত : আল্লাহ আপনাকে কাবরের আযাব হতে রক্ষা করুন! একদা আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের পূর্বেও কি কাবরে আযাব হয়? তিনি উত্তরে বললেন : না । কে এ কথা বলেছে? আয়িশা (রাঃ) ঐ ইয়াহুদী মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ইয়াহুদী মিথ্যাবাদী । তারাতো এর চেয়েও বড় মিথ্যা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে থাকে । কিয়ামাতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই । ইতোমধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে । একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সময় কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল । তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেন : হে জনমণ্ডলী! কাবর হল অন্ধকার রাত অতিবাহিত করার স্থান । আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী । হে লোকসকল! কাবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর । নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, কাবরের আযাব সত্য । (আহমাদ ৬/৮১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ । তবে তারা এটি তাদের সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি ।

বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে মাক্কায়, অথচ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে কাবরের আযাব প্রদান সম্পর্কে, তাহলে কিভাবে এর সমন্বয় হতে

পারে? সমস্বয়ের উপায় হচ্ছে এই যে, জাহান্নামের আগুনকে যে সকাল-সন্ধ্যায় রুহদেরকে দেখানো হচ্ছে তা হল ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকদের রুহ। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, তাদের দেহের উপর কাবরে ঐ শাস্তি প্রয়োগ হচ্ছে। সুতরাং হতে পারে যে, বিশেষভাবে তাদের রুহের উপরই এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এর ফলে কাবরে তাদের যে দেহ রয়েছে সেখানে তাদের দেহের উপর বারষাখের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এ বিষয়ে যে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে তার কিছু কিছু আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি :

এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কাফিরদের কাবরে আযাব ভোগ করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং মুসলিমদের পাপের জন্য তাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবে না। এ বিষয়ে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আসেন। ঐ সময় একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। সে তাঁকে বলে : আপনাদেরকে আপনাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবে এটা কি আপনি জানেন? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে ওঠেন এবং বলেন : ইয়াহুদীকে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সাবধান! তোমরা তোমাদের কাবরে আযাব প্রাপ্ত হবে। আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন। (আহমাদ ৬/২৪৮, মুসলিম ১/৪১০)

এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রুহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়, দেহের উপরও শাস্তি হওয়া প্রমাণিত হয়না। পরে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কাবরের আযাব দেহ ও আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে। সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনা শুরু করেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ফির'আউন সম্প্রদায়ের রুহগুলোকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলোকে বলা হয় : হে ফির'আউন সম্প্রদায়! এটা তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। (তাবারী ২১/৩৯৬) ইব্ন যারিদ (রহঃ) বলেন : সুতরাং আজও তারা শাস্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর মধ্যেই থাকবে।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ তা'আলা (মালাইকাকে) বলবেন : ফির'আউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিষ্ক্ষেপ কর। এই ফির'আউনী লোকগুলো লাগাম দেয়া উটের মত। তারা মুখ নীচু করে পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও নির্বোধ।

ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয় : এটা তোমার আসল বাসস্থান, যেখানে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন। (আহমাদ ২/১১৪, ফাতহুল বারী ৩/২৮৬, মুসলিম ৪/২১৯৯)

৪৭। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাঙ্গিকদেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?

٤٧. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ
فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا
نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

৪৮। দাঙ্গিকেরা বলবে : আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

٤٨. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ

	حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ
৪৯। জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে : তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি, এক দিনের জন্য।	٤٩. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ
৫০। তারা বলবে : তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে : অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে : তাহলে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।	٥٠. قَالُوا اَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَاَدْعُوا وَمَا دُعَاؤُا الْكَاٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ

জাহান্নামের লোকদের মধ্যে বিতণ্ডা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকেরাও তাদের মধ্যে থাকবে। দুর্বলেরা সবলদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে। অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করত এবং বড় বলে মানত ও তাদের কথা মত চলত তাদেরকে বলবে :

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتُونَ عَنَّا نَصِيًّا مِّنَ النَّارِ
তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে
আমরা তা পালন করতাম। তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা
মেনে চলতাম। এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে
নাও। তাদের এ কথার জবাবে ঐ নেতারা বলবে :

إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ আমরা নিজেরাওতো তোমাদের সাথে জ্বলতে-পুড়তে রয়েছি। আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের উপর চাপিয়ে নিতে পারি? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন। এখন তোমাদের শাস্তির অংশ বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন : তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنْ

العَذَابِ জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে : তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন। অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করবেননা, বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানই দিবেননা। এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে বলে দিবেন :

أَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৮) তখন তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, যাঁরা দুনিয়ার জেলখানার রক্ষক ও প্রহরীর মত জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে রয়েছেন : তোমরাই আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এক দিনের জন্য হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। তাঁরা উত্তরে বলবেন :

أَوَلَمْ تَكُنْ تُأْتِيكُم رُّسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ

তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি? তারা জবাবে বলবে :

هَٰذَا بَلَىٰ قَالُوا فَاذْعُوا হ্যাঁ, আমাদের নিকট রাসূলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল

বটে। তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন : তাহলে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ হতে তাঁর কাছে কোনই

আবেদন করতে পারবনা। বরং আমরা নিজেরাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দু'আ কর অথবা অন্য কেহ তোমাদের জন্য দু'আ করুক, উভয়ই সমান। কারণ আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেননা এবং তোমাদের শাস্তিও লাঘব করবেননা।

وَ مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
হয়ে থাকে।

<p>৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে -</p>	<p>৫১. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ</p>
<p>৫২। যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস।</p>	<p>৫২. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ</p>
<p>৫৩। আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের -</p>	<p>৫৩. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ</p>
<p>৫৪। পথনির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ; বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।</p>	<p>৫৪. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ</p>

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৫. فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ

৫৬। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৬. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

নিশ্চিত বিজয় রাসূলের (সাঃ) এবং মু'মিনদের

النَّصْرُ لَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে) এখানে রাসূলদেরকে (আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, কতক নাবীকে (আঃ) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। আর কোন কোন নাবীকে (আঃ) হিজরাত করতে হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দুনিয়ায় যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হল কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর এই যে, এখানে খাবরে আ'ম বা সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কতক। আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে,

এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দেখা যায় যে, এমন কোন নাবী গত হননি যাঁর কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। যেমন ইয়াহুইয়া (আঃ), যাকারিয়া (আঃ) এবং শাহীয়া (আঃ) প্রমুখের হত্যাকারীদের উপর তাদের শত্রুদেরকে বিজয় দান করেছেন, যারা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে।

ইমাম সুদী (রহঃ) বলেন, যে কাওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন অথবা মু'মিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মেহনত করেছেন, অতঃপর ঐ কাওম ঐ নাবী বা মু'মিনদের অসম্মান করেছে, তাঁদেরকে মারধোর করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই ঐ যুগেই আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়েছে। নাবীগণের (আঃ) হস্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। সুতরাং এখানে যদিও নাবীগণ (আঃ) ও মু'মিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁদের শত্রুদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁদের শত্রুদের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর সহচরদেরকে বিজয় দান করেন, তাঁর কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তাঁর শত্রুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তাঁর দীন দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর ছড়িয়ে যায়। যখন তাঁর কাওম চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা গুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাঁকে মাদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং মাদীনাবাসীকে তাঁর পরম ভক্ত-অনুরক্ত বানিয়ে দেন। মাদীনাবাসী তাঁর জন্য জীবন দান করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এভাবে তারা চরমভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান করেন এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর পরেও যখন তারা অন্যায় কাজ হতে বিরত হলনা, বরং পূর্বের দুষ্কর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকল তখন এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে পায়ে হেঁটে হিজরাত করতে হয়েছিল, সেখানে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর সামনে হাযির হতে হল। মাক্কাতুল হারাম শহরের ইযযাত ও হুরমাত মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে পূর্ণভাবে রক্ষিত হল। সমস্ত শিরুক ও কুফরী এবং সর্বপ্রকারের বে-আদবী হতে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হল। অবশেষে ইয়ামানও বিজিত হল এবং সারা আরাব উপদ্বীপের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

তাঁর পরে তাঁর সৎকর্মশীল সাহাবীগণকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, যারা মুহাম্মাদী ঝাঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর মাখলুককে তাঁর একাত্মবাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তাঁরা পথের বাধাকে অতিক্রম করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাঁটাকে কেটে পরিস্কার করলেন। এভাবে তাঁরা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দা‘ওয়াত পৌঁছে দিলেন। এ পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল তাদেরকে তারা বিরোধিতার স্বাদ পাইয়ে দিলেন। এরূপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। কিয়ামাত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত এই দীন দুনিয়ায় স্থায়ী থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু‘মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাক্ষীগণ বলতে মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪০২)

আল্লাহ তা‘আলার يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ যেদিন যালিমদের

কোনো ওয়র আপত্তি কোন কাজে আসবেনা - এই উক্তিটি তাঁর يَوْمَ يَقُومُ

الْأَشْهَادُ এ উক্তি হতে বَدَل হয়েছে। অন্যেরা يَوْمَ পড়েছেন, তখন এটা যেন

পূর্বের يَوْمَ এর তাফসীর। এখানে যালিমদের দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো

হয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন ওয়র-আপত্তি ও মুক্তিপণ গৃহীত হবেনা।

وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ সেদিন তাদেরকে আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের জন্য হবে নিকৃষ্ট আবাস অর্থাৎ জাহান্নাম। তাদের পরিণাম হবে কত মন্দ।

রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ذِي وَذِكْرَى আমি অবশ্যই মূসাকে (আঃ) দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের। অর্থাৎ তাদেরকে ফির'আউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) আনুগত্যে স্থির থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল। তাদেরকে যে কিতাবের ওয়ারিশ করা হয়েছিল তা ছিল বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ سُبُوتًا ۝ هُوَ مُحَمَّدٌ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তোমারই পরিণাম ভাল হবে, আর তোমারাই হবে বিজয়ী। তোমার রাব্ব আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দীন সমুচ্চ থাকবে। তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মাতকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। রাতের শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর কালামের কোন মর্যাদা দেয়না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু

যে বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা তারা কামনা করে তা কখনও সফল হবার নয়। ওটা তারা কখনও লাভ করতে সক্ষম হবেনা। অবশ্যই সত্যের বিজয় লাভ হবে। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; আল্লাহতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

<p>৫৭। মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা।</p>	<p>৫৭. لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৫৮। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুন্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সং কাজ করে, আর যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্লই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।</p>	<p>৫৮. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ</p>
<p>৫৯। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করেনা।</p>	<p>৫৯. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ</p>

মৃত্যুর পরের জীবন

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামাতের দিন মাখলুককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করে পুনরায়

তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ
بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩)

যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস করা তার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক বটে। সে যে একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছেনা! বরং এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে!

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
অন্ধ ও চক্ষুস্বানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, অনুরূপভাবে সৎ কর্মশীল মুসলিম ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।
তথাপি অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করেনা।

৬০। তোমাদের রাব্ব বললেন
: তোমরা আমাকে ডাক, আমি
তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।
কিন্তু যারা অহংকারে আমার
ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই
জাহান্নামে প্রবেশ করবে
লাঞ্ছিত হয়ে।

٦٠. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

সব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য হিদায়াত করছেন এবং তা কবুল করার ওয়াদা করছেন! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলতেন : হে ঐ সন্তা, যাঁর কাছে ঐ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে তাঁর কাছে খুব বেশি প্রার্থনা করে এবং ঐ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেনা। হে আমার রাব্ব! এই গুণতো একমাত্র আপনার মধ্যেই রয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম) অনুরূপভাবে কবি বলেন :

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, তুমি যদি তাঁর কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর তাহলে তিনি অসম্ভব হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন সে অসম্ভব হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে এমন তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী নাবীগণ ছাড়া আর কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নাবীকে (আঃ) পাঠাতেন তখন তাঁকে বলতেন : তুমি তোমার উম্মাতের উপর সাক্ষী থাকলে। আর তোমাদেরকে (উম্মাতে মুহাম্মাদীকে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী করেছেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে বলা হত : দীনের ব্যাপারে তোমার উপর কোন কঠোরতা অর্পন করা হয়নি। পক্ষান্তরে এই উম্মাতকে বলা হয়েছে :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮) পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) বলা হত : তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। আর এই উম্মাতকে বলা হয়েছে : তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (ইব্ন আবী হাতিম) নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দু'আ হল ইবাদাত।

অতঃপর তিনি ... اِذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ৪/২৭১, তিরমিযী ৮/৩০৮, নাসাঈ ৬/৪০৫, ইব্ন মাজাহ ২/১২৫৮, তাবারী ২১/৪০৬, ৪০৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ

বলেছেন। এ ছাড়া অন্য সনদেও ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ১/১৬১, তিরমিযী ৯/১২১, নাসাঈ ৬/৪৫০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাক্ষিত হয়ে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত নয় এবং তাঁকে ডাকা থেকে বিরত থাকায় গর্ববোধ করে তাদেরকে অতি অপমানজনকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ আয়াতে ইবাদাত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন শুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে অপমান করার লক্ষ্যে সবাই তাদের উপর দিয়ে হেটে চলে যাবে। অবশেষে তাদেরকে বৃলাস নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে এবং জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা পান করতে দেয়া হবে। (আহমাদ ১/১৭৯)

৬১। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিনকে। আল্লাহতো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

۶۱. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

৬২। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রাব্ব, সব কিছুর

۶۲. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ

স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন
মা'বুদ নেই; সুতরাং তোমরা
কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ?

كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّ
تُؤْفَكُونَ

৬৩। এভাবেই বিপথগামী
হয় তারা যারা আল্লাহর
নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার
করে।

٦٣. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ
كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

৬৪। আল্লাহই তোমাদের
জন্য পৃথিবীকে করেছেন
বাসোপযোগী এবং
আকাশকে করেছেন ছাদ
এবং তোমাদের আকৃতি
করেছেন উৎকৃষ্ট এবং
তোমাদেরকে দান করেছেন
উৎকৃষ্ট রিয়ক। এইতো
আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব।
কত মহান জগতসমূহের
রাব্ব আল্লাহ!

٦٤. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ

৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি
ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।
সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক,
তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ
হয়ে। প্রশংসা জগতসমূহের
রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য।

٦٥. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহর একাত্ববাদ এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য, আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল যাতে মানুষ তাদের কাজ-কর্ম, সফর এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং সারা দিনের ক্লান্তি রাতের বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে।

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান আল্লাহর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ এই সমুদয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেহ নেই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন : এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদাত করছ তারাতো নিজেরাই সৃষ্ট। সুতরাং তারা কোন কিছই সৃষ্টি করেনি। বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছ সেগুলোতো তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করে বিভিন্ন আকৃতি ও নাম দিয়েছ। এদের পূর্ববর্তী মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা গাইরুল্লাহর ইবাদাত করত। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করত। নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাকে সম্বল করে তারা বিভ্রান্ত হত। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا করেছেন বাসোপযোগী। অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ প্রশস্ত করে বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলা-ফিরা এবং গমনাগমন কর। যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে হেলাদোলা করা থেকে বাঁচিয়ে রেখে যমীনকে স্থির রেখেছেন।

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং ঐ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তিনি সঠিকভাবে সজ্জিত করেছেন। মানানসই দেহ এবং সেই মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা দান করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয়ক বা আহাৰ্য। সুতরাং তিনিই জগতসমূহের রাব্ব। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ
اُنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা এবং তোমরা এটা অবগত আছ। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১-২২) আল্লাহ তা'আলা এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেন :

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব! কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ! তিনি চিরঞ্জীব। তিনি গুরু হতেই আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তাঁর কোন গুণ অন্য কারও মধ্যে নেই। তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা তাঁর তাওহীদকে মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে এবং তাঁরই ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে। সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরে নিম্নলিখিত কালেমাগুলি পাঠ করতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায়না এবং ইবাদাত করার শক্তিও থাকেনা। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি। নি'আমাত তাঁরই, অনুগ্রহ তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফিরেরা অসন্তুষ্ট হয়। আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ কালেমাগুলি প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৪১৫, ৪১৬১, আবু দাউদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ৮০, আহমাদ ৪/৪)

৬৬। বল : আমার রবের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

٦٦. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

৬৭। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশু

٦٧. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

রূপে, অতঃপর তোমরা
উপনীত হও যৌবনে,
তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের
মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু
ঘটে এবং এটা এ জন্য যে,
তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত
হও এবং যাতে তোমরা
অনুধাবন করতে পার -

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا
وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

৬৮। তিনিই জীবন দান
করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং
যখন তিনি কিছু করা স্থির
করেন তখন তিনি বলেন :
হও, এবং তা হয়ে যায়।

৬৮. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ

শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও :
আল্লাহ তা'আলা নিজের ছাড়া অন্য যে কারও ইবাদাত করতে স্বীয় সৃষ্টজীবকে
নিষেধ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। এর বড় দলীল
হল এর পরবর্তী আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। এসব কাজ ঐ এক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা যে, তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবে। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। কেহ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। কেহ শৈশবেই মারা যায়, কেহ মারা যায় যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে প্রৌঢ় অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَنُفِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন এই বিশ্বাস স্থাপন কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে একদিন দণ্ডয়মান হতে হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তাঁর কোন হুকুমকে, কোন ফাইসালাকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে কেহ টলাতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ব্যাপারতো এই যে, তিনি শুধু বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়।

৬৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা তাদের প্রতি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে

٦٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ سُبْحَدُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ

<p>বিপথগামী করা হচ্ছে?</p> <p>৭০। যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে ^{প্রেরণ} করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে -</p>	<p>۷۰. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ</p>
<p>৭১। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে -</p>	<p>۷۱. إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ</p>
<p>৭২। ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দক্ষ করা হবে আগুনে।</p>	<p>۷۲. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ</p>
<p>৭৩। এরপর তাদেরকে বলা হবে : কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে -</p>	<p>۷۳. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيُّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ</p>
<p>৭৪। আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে : তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিশ্রান্ত করেন।</p>	<p>۷۴. مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ</p>

<p>৭৫। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ব করতে।</p>	<p>٧٥. ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ</p>
<p>৭৬। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরযা দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!</p>	<p>٧٦. أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ</p>

আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিতর্ভাকারীদের পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতর্ভা করে তাদের এ কাজে কি তুমি বিস্ময় বোধ করছনা? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি তুমি দেখনা? কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আঁকড়ে ধরে থাকছে তা কি লক্ষ্য করছনা?

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অতঃপর কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, অর্থাৎ হিদায়াত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করায় তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ১৫)
মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذِ الْغُلَّالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ থাকবে এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দম্ব করা হবে আগুনে। সেদিন তারা নিজেদের দুষ্কর্মের পরিণাম

জানতে পারবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৩-৪৪) অন্য আয়াতসমূহে তাদের যাক্কুম গাছ খাওয়া ও গরম পানি পান করার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ

আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৬৮) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّنْ ثَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যাশ্র বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধূমের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৪১-৪৪) কয়েকটি আয়াতের পর আবার বলেন :

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُومٍ. فَمَا لَكُمْ مِّنَ الْبُطُونِ. فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. فَشَرِبُونَ شُرْبَ أَهْلِيمٍ. هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, তারপর তোমরা পান করবে অত্যাশ্র পানি পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৫১-৫৬) (৫৬ : ৫১-৫৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আরও বলেন :

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ.

كَغَلَىٰ الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَأْسِهِ مِّنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. ذُوقْ إِنَّكَ مِنَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ. إِنَّ هَذَا
مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে : আশ্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ : ৪৩-৫০) উদ্দেশ্য এই যে, এক দিকেতো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে বর্ণিত হল, অপর দিকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য শাসন-গর্জন, ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লেখ করা হল। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে :

دُنِيَايَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِّنْ دُونِ اللَّهِ
করতে তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো?
কেন আজ তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেন? তারা উত্তরে বলবে :

عَنَّا তারা তো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই
উপকার করবেনা। অতঃপর তাদের মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবে :

بَلْ لَّمْ يَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا
করিনি। পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। অর্থাৎ তারা তাদের
ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা
বলবে : আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাক্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা
আন'আম, ৬ : ২৩) মহান আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন :

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ জন্য যে, তোমরা দম্ভ-অহংকার করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ সুতরাং এখন

জাহান্নামে প্রবেশ কর। সেখানে তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে পরিমাণ গর্ব ও অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাঞ্চিত ও অপমাণিত হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি দেখিয়েই দিই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই - তাদের প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট।

۷۷. فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِينَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

৭৮। আমিতো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের

۷۸. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে, ন্যায় সংগতভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَأْتِي بِعَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا
جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

ধৈর্য ধারণের আদেশ এবং বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কাফিরদের অবিশ্বাস করার উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন : হে রাসূল! যারা তোমার কথা মানছেননা, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধারণ কর। তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করবেন। পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে। তুমি এবং তোমার অনুসারীরা সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী থাকবে। আর আখিরাতের কল্যাণতো শুধু তোমাদেরই (মুসলিমদের) জন্য। জেনে রেখ যে, আমি তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেখিয়ে দিব। আর হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মাক্কা বিজিত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরাব উপদ্বীপ তাঁর পদানত হয় এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সামনে লাক্ষিত ও অপমানিত হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁর চক্ষু ঠাণ্ডা করেন।

أَوْ نَتُوفِينَكَ فَإِنَّا يُرْجَعُونَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যু দান করে নিজের নিকট উঠিয়েও নেন তবুও তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা আমি তোমার নিকট বিবৃত করেছি, আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। যেমন সূরা নিসায়ও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কাওম কি দুর্ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও বুঝে নাও!

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ আর তাদের কারও কারও ঘটনা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিনি। এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন আমরা সূরা নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন বা মু'জিয়া দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম ও অনুমতির পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা নাবীগণের অধিকারে কোন কিছুই নেই।

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ যখন আল্লাহর আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে সক্ষম হবেনা। মু'মিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭৯। আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক।

۷۹. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ

৮০। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর

۸۰. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

তোমাদেরকে বহন করা হয়।	وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
৮১। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নি'আমাত অস্বীকার করবে?	<p>৪১. وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ فَآيٌۭ</p> <p>ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ</p>

গৃহ-পালিত পশু-পাখিও আল্লাহর নিদর্শন এবং অনুদান

আল্লাহ সুবহানাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আন'আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে এবং কতকগুলোর গোশত খাওয়া হয়ে থাকে। উট দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয় এবং চাষাবাদের কাজেও লাগে। দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে অতিক্রম করা যায়। গরুর গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায়। ছাগলের গোশত খাওয়া হয় এবং দুধও দেয়। এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে। যেমন সূরা আন'আম (৬ : ১৪২), সূরা নাহল (১৬ : ৫৮, ৬৬, ৮০) ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন : এতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূরণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন :

তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। দুনিয়া এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাত বিদ্যমান রয়েছে। সঠিক কথাতো এটাই যে, তাঁর অগণিত নি'আমাত রাশির কোন একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারেনা।

৮২। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল	<p>৪২. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ</p> <p>فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ</p>
--	--

<p>এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।</p>	<p>الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ</p>
<p>৮৩। তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।</p>	<p>۸۳. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ</p>
<p>৮৪। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল : আমরা এক আল্লাহই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।</p>	<p>۸۴. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ</p>
<p>৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান</p>	<p>۸۵. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي</p>

<p>পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।</p>	<p>قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.</p>
---	--

পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার নাসীহাত

এখানে আল্লাহ সুবহানাছ্ এই সমস্ত জাতির বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ইসলামপূর্ব যামানার নাবীগণের দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, তাদের তুলনায় তাদের পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদেও ছিল অধিক প্রাচুর্যতা, বাসস্থানের জন্য তাদের ছিল বিশাল বিশাল অট্টালিকা যা তাদের শাস্তির সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হওয়ার পর পিছনে পড়ে রয়েছে। এত এত ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং চাকচিক্যময় জীবন যাপন তাদের কোনই উপকারে আসেনি। কেননা তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসহ আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন মু'জিয়া ও পবিত্র তা'লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি, গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তারা বলেছিল যে, তাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই। তারাই বড় আলেম বা বিদ্বান। তাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও সাওয়াব এগুলো কিছুই সত্য নয়। (তাবারী ২১/৪২২) সুদী (রহঃ) বলেন : এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করেছিল।

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর এমন শাস্তি এসে পড়ে যা তারা পূর্বে মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিত। ঐ শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তারা ঈমান আনার কথা বলে এবং একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং গাইরুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে। কিন্তু ঐ সময়ের তাওবাহ, ঈমান আনা এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই বৃথা হয়ে যায়। ফির'আউনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিল :

ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُوتِ إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯০) তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান কবুল করলেননা। কেননা তাঁর নাবী মূসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে যে বদ দু'আ করেছিলেন তা তিনি কবুল করে নিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) ফির'আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে বদ দু'আয় বলেছিলেন :

وَأَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করণ যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৮) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই চলে আসছে। অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেহই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাওবাহ করবে তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ কবুল করেন যে পর্যন্ত না তার গন্ডদেশে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কণ্ঠাগত হয়)। (ইবন মাজাহ ২/১৪২০) যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায় এবং মৃত্যুস্মৃখ ব্যক্তি মালাকুল মাউতকে দেখতে পায় তখন তার তাওবাহ কবুল হয়না।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা মু'মিন -এর তাফসীর সমাপ্ত।